মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৫ বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৯ মার্চ, ২০২৪, শুক্রবার	১৫ চৈত্র, ১৪৩০	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
25 yr 355 Issue	Purulia	29 March, 2024, Friday	15 Chaitra, 1430	Price- Rs.3.00	

অর্থমন্ত্রী এবং তাঁর স্বামীর মন্তব্য কি বিজেপির জন্য অস্বস্তির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের অর্থনীতিবিদ স্বামী পরাকলা প্রভাকর নির্বাচনী বন্ড নিয়ে বুধবার যে মন্তব্য করেছেন, তাকে অনেকেই বলছেন ভোটের মুখে 'বিস্ফোরণ'। তার পর স্বয়ং নির্মলার বক্তব্যও আলোড়িত করেছে রাজনৈতিক মহল এবং বিজেপিকে। উপর্যুপরি ওই ঘটনার পর অনেকেই বলছেন, নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের এক দশকে ভিতর থেকে এই ধরনের 'ফোঁস' কখনও শোনা যায়নি। সময়ের নিরিখেই প্রভাকর এবং নির্মলার বক্তব্যকে জুড়ে দেখতে চাইছেন অনেকে। বিজেপি নেতারাও ঘরোয়া আলোচনায় মানছেন, ভোটের মুখে নির্মলা এবং তাঁর স্বামীর বক্তব্য দলের জন্য 'অস্বস্তিকর'। বিরোধী শিবিরের নেতাদেরও বক্তব্য, অর্থমন্ত্রীর স্বামী যে ভাবে মোদী সরকারের দিকে দুর্নীতির আঙুল তুলেছেন এবং খোদ অর্থমন্ত্রী যে ভাবে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াবেন না বলেছেন, তার মধ্যে একটা দায় ঝেড়ে ফেলা বা সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যা মোদী জমানায় কখনও হয়নি। নির্মলার স্বামী অতীতেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের একাধিক আর্থিক নীতির সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কখনও দুর্নীতির অভিযোগ তোলেননি। বুধবার তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, "নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয়েছে, তা সকলে দেখতে পেয়েছেন। সকলে এটাও বুঝতে পেরেছেন, এটি শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। এটা বিজেপিকে ভোগাবে বলেই মনে হয়। এই দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রের বর্তমান সরকারকে ভোটারেরা শাস্তি দেবেন।" এর পরেই জানা যায়, একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে লোকসভা ভোটে না দাঁড়ানো নিয়ে মন্তব্য করেছেন নির্মলা। তিনি জানান, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশ কিংবা তামিলনাড়ু থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটে লড়ার 'যথেষ্ট টাকা নেই', এই যুক্তি দিয়ে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। লোকসভা ভোটে লড়ার প্রস্তাব পাওয়ার পর তিনি কী করেছিলেন, সে কথা জানিয়ে নির্মলা বলেন, "আমি এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন সময় নিয়েছিলাম। তার পর শুধু বললাম, না, (নির্বাচনে) লড়ার মতো টাকা আমার নেই।" প্রসঙ্গত, নির্মলা এখন রাজ্যসভার সাংসদ। তথ্য বলছে, নির্বাচনী বন্ডের বিষয়টি শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন অধুনাপ্রয়াত অরুণ জেটলি। রাজনৈতিক মহলের অনেকের বক্তব্য, বন্ড নিয়ে নির্মলার স্বামী যা বলেছেন, তার মধ্যে 'অন্তর্নিহিত বার্তা'ও রয়েছে।

বিতর্কে মুখ খুললেন বিজেপির রেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছিল, তিনি স্বাস্থ্য সাথী-সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তা। সেই সমস্ত নথি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করা হয়েছিল। পাশাপাশি, সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে। এ বার তা নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানালেন রেখা। প্রশ্ন তুললেন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়েছে বলেই কি সবাইকে তৃণমূল করতে হবে? একই সঙ্গে বিজেপি বিষয়টি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। পাশাপাশি, তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের নামে রেখার আইনজীবী তফসিলি কমিশন এবং মহিলা কমিশনেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে রেখা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে সুযোগ-সুবিধাগুলো দেন পশ্চিমবাংলায়, তিনি কিন্তু এক বারও বলেননি যে, এই সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে গেলে বিজেপি করো। আর করোনা টিকা, যেটা নরেন্দ্র মোদী দিয়েছেন, যেটা নিয়ে বেঁচে আছেন তৃণমূলের নেতারা। এক বারও নরেন্দ্র মোদী বলেননি যে, আমি টিকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছি।" একই সঙ্গে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেন, "দিদির ভাইপো স্বাস্থ্য সাথীতে চিকিৎসা করান না। চিকিৎসা করাতে যান আমেরিকায়।" সরকারি উপভোক্তা হিসাবে রেখার যাবতীয় তথ্য বৃহস্পতিবার তৃণমূল সমাজমাধ্যমে দিয়েছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি।

মনরেগা নিয়ে শ্বেতপত্র কই! অভিষেকের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ আবাস এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "প্রায় দু'সপ্তাহ, ৩৫০ ঘণ্টা হয়ে গেল। কিন্তু বিজেপি এখনও আবাস এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে এল না।"

অভিষেকের শ্বেতপত্রের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে রাজ্য বিজেপিও। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমি যদি বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জমা দিন। দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছেন শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য। এ কথা তো রাজ্য সরকারের সচিবেরা কেন্দ্র সরকারকে বলতে পারলেন না! আদালতে বলতে পারলেন না।" তাঁর কথায়, "আসলে তৃণমূল অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তৃণমূল রাজনৈতিক ইস্যুহীনতায় ভুগছে। নির্বাচনটা লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার নির্বাচন। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে আসার নির্বাচন নয়। যে অভিযোগ তিনি বার বার করেছেন, মানুষ তা গ্রহণ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই এ ধরনের কথার কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে হয় না।" আবাস এবং ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আসছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তথা তৃণমূল।

মোদী এবং রাজমাতার ফোনালাপে বহু বিধিভঙ্গ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কৃষ্ণনগরের রাজমাতা তথা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাল তৃণমূল। রাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানানো হয়েছে। মোদী এবং অমৃতার যে ফোনালাপ বিজেপির তরফে সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল। অভিযোগ, ওই ফোনালাপ ছড়িয়ে দিয়ে বিজেপি আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। কোথায় কোথায় বিধিভঙ্গ হয়েছে, অভিযোগপত্রে তা খুঁজে খুঁজে দেখিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে লিখেছে, "আমরা জানতে পেরেছি, গত ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের ফোনে কথা হয়েছে। সেই কথোপকথন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একে প্রচারের অঙ্গ বলে তুলে ধরা হচ্ছে। বিজেপির ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলেও সেই লিঙ্ক পোস্ট করা হয়েছে। দু'জনের ওই কথোপকথন ভোটের আগে আদর্শ আচরণবিধির একাধিক অংশ লঙ্ঘন করেছে।" উল্লেখ্য, ইনস্টাগ্রামে বিতর্কিত পোস্টের লিঙ্কও অভিযোগপত্রে দিয়েছে তৃণমূল। তবে শুধু ইনস্টাগ্রাম নয়, সমাজমাধ্যমের সর্বত্রই বিজেপি ওই ফোনালাপ প্রকাশ করেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, "ফোনের কথোপকথনে মোদী বলছেন, 'এই তিন হাজার কোটি টাকা গরিব মানুষের, ওদের এই টাকা আমি ফেরত দিতে চাই।' এটি ভুল তথ্য। ইডির বাজেয়াপ্ত করা টাকা সরকার বিলিয়ে দিতে পারে না। ইডি যে ওই পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, তা যাচাইও করা হয়নি। ওই কথোপকথন থেকে এটা পরিষ্কার যে, মোদী নতুন কোনও প্রকল্প চালু করতে চলেছেন, যেখানে তিনি তিন হাজার কোটি টাকা বিলি করতে চান। ফলে মোদীর কথা আদর্শ আচরণবিধির বিরুদ্ধে। এটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে। ভোটের আগে ভোটারদের ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করতে চাইছেন মোদী।" তৃণমূল আরও বলে, "ওই কথোপকথনে অমৃতাকে নিজের পূর্বসূরি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করে বলতে শোনা গিয়েছে, 'উনি না থাকলে আমরা কেউ হিন্দু থাকতে পারতাম না। আমাদের ভাষা, পোশাক সব বদলে যেত।'

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

শেয়ার কেনাবেচার দিনেই দাম মেটানোর নিয়ম চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ এত দিন ভারতের বাজারে শেয়ার কেনা বা বেচার ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে দাম মেটানোর বাধ্যবাধকতা ছিল না। চাইলে ক্রেতা বা বিক্রেতা এক দিন সময় নিতে পারতেন (পরিভাষায় 'টি+১')। দাম দিলে হস্তান্তর হত শেয়ার। সেই নিয়মই বদলাচ্ছে। আজ থেকে দুই শেয়ার বাজারে (বিএসই এবং এনএসই) চালু হচ্ছে লেনদেনের দিন 'সেট্‌লমেন্ট'-এর নতুন ব্যবস্থা। যেখানে শেয়ার কেনাবেচার দিনেই দাম মেটাতে হবে। তৎক্ষণাৎ হবে শেয়ার হস্তান্তর। সেট্‌লমেন্ট মানে, দাম মেটানো এবং শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ লগ্নিকারী শেয়ার কিনলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাকে তার দাম দেন, শেয়ার আসে তাঁর ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্টে। শেয়ার বেচলে তাঁকে দাম মেটান ক্রেতা। দিনের দিন সেট্‌লমেন্টের ব্যবস্থাটির নাম 'টি+০'। বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি জানিয়েছে, এটি পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু হচ্ছে ২৫টি সংস্থার শেয়ার লেনদেনে। তবে আপাতত বহাল থাকবে পুরনো নিয়মে পরের দিন দাম মেটানোর সুবিধাও। চিনের পরে ভারতই দ্বিতীয় দেশ, যারা শেয়ার বাজারে 'টি+০' সেট্‌লমেন্ট চালু করল। যদিও নতুন ব্যবস্থা শুধু নগদ লেনদেনের বাজারে প্রযোজ্য। আগাম লেনদেনে বরাবরের মতো মাসের শেষ বৃহস্পতিবারই সেট্‌লমেন্ট হবে। 'টি+০' সেট্‌লমেন্টে লেনদেন হবে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। সূত্রের খবর, যেহেতু পুরনো ব্যবস্থাটিও থাকছে, তাই লেনদেনের সময় লগ্নিকারীকে আগাম জানাতে হবে তিনি কোন ব্যবস্থা চান। সম্পদ পরিচালনাকারী ভ্যালু স্টকের এমডি শৈলেশ সরাফ বলেন, "এতে শেয়ারের দাম না মেটানোর মতো কোনও সমস্যাই থাকবে না। লেনদেন সহজ হবে।" বিশেষজ্ঞ আশিস নন্দীর দাবি, "ভারতের মূলধনী বাজার বিশ্বে আরও আকর্ষণীয় হল। চটজলদি শেয়ারের দাম হাতে আসায় চাইলে দ্রুত তা দিয়ে ফের শেয়ার কেনা যাবে। সার্বিক ভাবে বাজারে লেনদেনের বহর বাড়তে পারে।" তবে শরাফের মতে, বাজারে নথিভুক্ত (বিএসইতে ৫০০০টি, এনএসই-তে ২০০০টি) সব সংস্থায় 'টি+০' চালু করতে সময় লাগবে। শেয়ার এবং শেয়ার ভিত্তিক ফান্ডে লগ্নিকারীদের ভাল কেটেছে ২০২৩। তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল বন্ড অর্থাৎ ঋণপত্রের বাজার। চলতি বছরে শেয়ার বাজার যখন কিছুটা অনিশ্চয়তার কবলে, তখন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বন্ড বা ঋণপত্রের বাজারে। গত বছর সেনসেক্স ৬১ হাজার থেকে পৌঁছেছিল ৭২ হাজারে। বৃদ্ধি ১৮%। মাঝারি এবং ছোট শেয়ারের সূচক বেড়েছিল আরও বেশি। তুলনায় ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের দাম বেড়েছে কম। বন্ডের দাম বাড়লে ইল্ড বা বন্ডের প্রকৃত আয় কমে।

প্রতিযোগিতা কমিশনের নজরে ফিনটেক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ বেশ কিছু প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ফিনটেক) বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে প্রতিযোগিতা কমিশন (সিসিআই)। তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে তারা প্রতিযোগিতার নিয়ম ভাঙছে কি না, সেটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানালেন কমিশনের চেয়ারম্যান রভনীত কৌর। ডিজিটাল দুনিয়ায় সকলকে সমান জায়গা করে দেওয়াই যার লক্ষ্য। সেই সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা-সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রের সংস্থার বিরুদ্ধেও তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। দেশে ডিজিটাল পরিষেবা বাড়ানোর উপরে গত কয়েক বছর ধরেই জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। যার হাত ধরে তৈরি হয়েছে একের পর এক ফিনটেক সংস্থা। যারা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ভর করে মানুষকে আর্থিক পরিষেবা দেয়। ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক নয় এমন প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রযুক্তিতে জোর দেওয়ার পথে হাঁটছে।

অন্য দিকে, নেট দুনিয়ায় কোনও সংস্থা যাতে একাধিপত্য কায়েম করতে না পারে, সে জন্য সচেষ্ট হয়েছে সিসিআই। ইতিমধ্যেই গুগ্‌লের মতো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে জরিমানা করেছে তারা। তদন্ত চালাচ্ছে অ্যামাজ়ন, ফ্লিপকার্ট, জ়োম্যাটো, সুইগি, অ্যাপল, ওয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের মতো সংস্থার বিরুদ্ধে। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কৌরের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল জগতে নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান তাঁরা। আর সেই লক্ষ্যে এই সমস্ত ফিনটেক সংস্থা যাতে প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে নিয়ম ভাঙতে না পারে সে জন্যই তদন্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কমিশনের অধীনে ডিজিটাল মার্কেট ডেটা ইউনিট কাজ করাও শুরু করেছে। একই সঙ্গে সিনেমার দুনিয়ায় ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে অনিয়মের তদন্তও করছে সিসিআই। তবে একই সঙ্গে গত কয়েক বছরে প্রতিযোগিতার নিয়ম মানার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি অনেক সতর্ক হয়েছে বলেও জানিয়েছেন কৌর। তাঁর মতে, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করেছেন কমিশন। সংস্থাগুলিও বুঝতে পারছে প্রতিযোগিতার নিয়ম ভেঙে পার পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া শুধু নিয়ম কার্যকর করাই নয়, শিল্প মহলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার উপরেও জোর দিচ্ছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সদর্থক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর। এদিকে, ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্র এই মুহূর্তে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন- এক দিকে প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষতার ঘাটতি এবং একই সঙ্গে আইটি সংস্থাগুলিতে নিয়োগ কমে যাওয়া। সম্প্রতি বিষয়টি জনসমক্ষে এনে 'টিমলিজ' নামে এক কর্মী নিয়োগকারী সংস্থা জানিয়েছে, দক্ষতার ঘাটতি এবং তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলোতে নতুন কর্মী নিয়োগ কমে যাওয়া—এই জোড়া সমস্যা দ্বন্দ্বে ফেলেছে ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে। স্রেফ সংখ্যার ওঠাপড়া নয়, নতুন কর্মী নিয়োগের এই হাল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক চরিত্রগত বদলের ইঙ্গিত। অটোমেশন এবং উন্নত এআই প্রযুক্তির ব্যবহার এখন অনেক বেশি সক্রিয় করে তুলেছে। দ্রুত বদলাতে থাকা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টিও এর ফলে আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। তথ্য বিজ্ঞানে দক্ষতার চাহিদা এখন তাই শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বেই বাড়ছে।

সোনা (১০গ্রাম): ৬৬৪৩২
রূপা (১ কেজি) : ৭৪০৯৩
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৬

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৬৫১.৩৫
নিফটি—	২২৩২৬.৯০
ন্যাসডাক—	১৬৩৮৫.০২
এ.সি.সি—	২৪৯৪.৭৫
ভারতী টেলি—	১২৩৬.২০
ভেল—	২৪৭.২০
এল এন্ড টি —	৫৪৫৪.১৫
টাটা মোটর্স—	৯৯৩.০০
টি.সি.এস. —	৩৮৮৩.৫৫
টাটা স্টিল—	১৫৫.৯০
ডাবর —	৫২৫.০০
গোদরেজ —	৭৭৮.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৪৮.২০
আই.টি.সি.—	৪২৮.৫৫
ও.এন.জি.সি.—	২৬৭.৮৫
সিপলা —	১৪৯৪.৬৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২৮৫.৩৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫৪৩.৩০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৯৫.৭৫
সেল—	১৩৪.১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৫২.৬০
সিমেন্স—	৫২৩০.০০
ফাইজার—	৪১৯২.০০
ইউনিটেক—	১১.২১
উইপ্রো—	৪৮০.০৫
ডা. রেড্ডি–	৬১৭১.৮৫
মারুতি—	১২৬১৩.১০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৪৮.৩০
টি সি আই —	৮০৩.৭০
মহানগর টেলি —	৩২.৯২
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৮.৭০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৯ মার্চ

১৯৩৯ এই দিনই স্পেনে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। যুদ্ধে জিতেছিলেন স্বৈরশাসক ফ্রাঙ্কো। এই যুদ্ধ হয়েছিল মূলত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির। যুদ্ধে গণতন্ত্রীদের পক্ষে বহু বিদেশিও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আশপাশের দেশগুলি ইতিমধ্যেই স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে যাওয়ার ফলে স্পেনে তাদেরই সাহায্য করেছিল জার্মান ও ইতালির স্বৈরশাসকরা। ফলে বিদেশি গণতন্ত্রীসহ দেশের প্রকৃত গণতন্ত্রীরা হেরে যায় ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর কাছে। কারণ ফ্রাঙ্কোই ছিলেন তাঁর দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান। ফলে একটি সুসংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা যায়নি। ফ্রাঙ্কো দীর্ঘদিনের জন্য দেশের শাসনক্ষমতা হাতে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য স্পেনে ফের গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল। জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ১৮৯২ সালে জন্মেছিলেন। তিনি শাসন ক্ষমতায় থাকার সময়ই স্পেনের রাজাদের পক্ষ থেকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। পরে অবশ্য স্পেনের প্রাক্তন সম্রাটের বংশধর গণতন্ত্রীদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি এবং তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। স্পেন দেশটি পশ্চিম ইউরোপের অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দেশ। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই দেশটি আসলে ইবেরিয়ান প্রণালীর বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে। এর আয়তন ১,৯০,২০৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে ৩৫ কোটি। রাজধানী শহর মাদ্রিদ। এমনিতে ইউরোপে স্পেনের খ্যাতি আছে শিল্প, সাহিত্যের জন্য। এখানকার রাজতন্ত্রকে হটিয়ে দিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং হিটলারের কায়দায় দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারটিকে মেনে নেননি। তারা চেয়েছিলেন, দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে।

বেনীমাধব শীলের মতে

১৫ চৈত্র, ভাঃ ৯ চৈত্র, **২৯ মার্চ** ১৫ চ'ত, সংবৎ ৪ চৈত্র বদি, ১৮ রামজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৭। **শুক্রবার**, চতুর্থী অপরাহ্ণ ঘ ৫।২২ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৩ মিঃ। বজ্রযোগ রাত্রি ঘ ৮।৫৮ মিঃ। বালবকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২২ গতে কৌলবকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।২৯ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ১১।৪৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২২ গতে দক্ষিণে। **বারবেলাদি**-ঘ ৮।৪০ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-অনর্থপাত। **বৃষ**-শরিকি বিবাদ। **মিথুন**-অগ্নিভয়। **কর্কট**-চিত্তপ্রফুল্ল। **সিংহ**-পতনাশঙ্কা। **কন্যা**-জয়লাভ। **তুলা**-আত্মতৃপ্তি। **বৃশ্চিক**-অর্থনাশ। **ধনু**- সুখভোগ। **মকর**- শিরঃপীড়া। **কুম্ভ**-নিঃসঙ্গতা। **মীন**-বঞ্চিত।

আগামীকাল

মেষ-রক্তপাত। **বৃষ**-ঈর্ষান্বিত। **মিথুন**-মানসিক ক্ষোভ। **কর্কট**-রাজনৈতিক সাফল্য। **সিংহ**- হঠাৎ বিপদ। **কন্যা**-পরিশ্রম বৃদ্ধি। **তুলা**-আত্মগ্লানি। **বৃশ্চিক**-আর্থিক স্থিতি। **ধনু**- সুপরামর্শলাভ। **মকর**-জ্ঞাতিবিরোধ। **কুম্ভ**- অপচেষ্টারোধ। **মীন**-মনঃকষ্ট।

শব্দজাল- ৫৯০০

	১	২		৩		৪	
৫				৬	৭		
৮					৯		
				১০			১১
১২	১৩	১৪					
	১৫				১৬	১৭	
১৮			১৯		২০		
			২১				

পাশাপাশি ঃ- ১) ভূ-পৃষ্ঠ আন্দোলিত হওয়া। ৫) অসংগতি। ৬) বসুন্ধরা। ৮) ফিকে। ৯) বালুকা। ১০) রাজসিংহাসন। ১২) রসিক মহিলা। ১৫) মৃত। ১৬) তারিফ। ১৮) জারি রয়েছে এমন। ২০) দৃষ্টি। ২১) বেহায়া।

উপরনীচ ঃ- ১) প্রস্তাবনা। ২) বড় ঘট। ৩) নবীন। ৪) সজীব। ৫) আধিকারিক। ৭) সুগন্ধ। ১১) নালিশ। ১৩) অন্যের ব্যথায় ব্যথিত। ১৪) শূকর। ১৬) সুগ্রীব যাদের রাজা। ১৭) হাপিস। ১৯) তাহলে।

উত্তর - ৫৮৯৯

পাশাপাশি ঃ- ১। উপন্যাস। ৩) ময়াল ৫) বেতাল। ৭) ধড়। দীন। ১১) লতা। ১৩) মানী। ১৪) কাপাস। ১৭) বচন। ১৮) তদবির।

উপরনীচ ঃ-১) উপনদী। ২) সবিতা। ৩) মস্ত।৪) লণ্ডড়। ৬) লক্ষ্য। ৭) ধকল। ৯) নবনী। ১০) ন্যাকা। ১২) তালেবর। ১৩) মাবধ। ১৫) পালিত। ১৬) ক্ষণ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

জেলায়-জেলায়

‘আমার বাংলায় একসঙ্গে সবাই যেন ভাল থাকতে পারি’, ইফতারে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ২৮ মার্চঃ তিনি বারবারই বলেছেন, বিবিধের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখতে হবে। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। তাঁর সভা থেকে শোনা যায়, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। হ্যাঁ, তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনও করেন, ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের নিয়ে রাস্তায় হাঁটেন, গুরুদ্বোয়ারায় গিয়ে পুজো দেন, বাড়িতে মা কালীর পুজো করেন এবং ইফতার পার্টিতেও অংশ নেন। অর্থাৎ বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য এটা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন। আর তাই আজ, বৃহস্পতিবার মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাঁকে রাজনীতির মঞ্চে ফিরে প্রচার চালাতে হবে। কিন্তু মাথায় এখনও চোট পুরোপুরি সারেনি। তারপরও কপালে ব্যান্ডেজ নিয়েই ইফতার পার্টিতে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও’ব্রায়েন–সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, ‘সকলকে জানাই পবিত্র রমজান মাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াত–এ–ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। এই ভাবেই সৌহার্দ্যের বাতাবরণ বজায় থাকুক আমার বাংলায় এবং সকলে একসঙ্গে ভাল থাকতে পারি এই প্রার্থনা জানাই আমি সর্বশক্তিমানের কাছে।’ প্রসঙ্গত, চোট লাগার পর বেশ কিছুদিন বাড়িতেই বিশ্রামে ছিলেন। তবে গার্ডেনরিচে বহতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় সেখানে যান মুখ্যমন্ত্রী। তারপর এখন নবান্নেও যাচ্ছেন কাজ করতে। আগামী ৩১ মার্চ কৃষ্ণনগরে সভা আছে মুখ্যমন্ত্রীর। তার পরদিন ১ এপ্রিল বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে সভা করবেন।

বিজেপি ৩৬টা আসন পেলে রাজ্য সরকারকে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ৩৬টি আসন পেলে ৬ মাসের মধ্যে তৃণমূল সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবেন তিনি। বৃহস্পতিবার যাদবপুর কেন্দ্রের রানিকুঠিতে নির্বাচনী সভায় এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে তৃণমূল সরকারকে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে সিপিএম। শুভেন্দু বলেন, ‘সিপিএমের কাজটা কী বলুন তো? ২১ সালে এই যে চোরেদের দল, চোরেদের সরকার, অত্যাচারী সরকার, নারী নির্যাতনকারী সরকার, সর্বত্র লুঠ করা সরকার, এই সরকারটা আনার পিছনে সিপিএমের সব থেকে বেশি অবদান ছিল। এরা ২১এর ভোটে কী বলেছে? এই যাদবপুরের খেঁকশিয়াল না নকশাল। এই সেকু আর মাকুরা মিলে সব সভাতে গিয়ে বলেছে, নো ভোট টু বিজেপি, নো ভোট টু মোদী। এরা কেউ নো ভোট টু তৃণমূল বলেনি। আমরা বরং সব সভায় গিয়ে বলি, নো ভোট টু মমতা। এটা বিধানসভার ভোট নয়। কিন্তু এরাজ্যে ১৮টাকে যদি ডবল করে দেন ৬ মাসের মধ্যে এই সরকারটাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলার কাজ আপনাদের বিরোধী দলনেতা করবে’।
শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। তাদের দাবি, শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। যার জেরে দিবাস্বপ্ন দেখছেন তিনি। সাত মন তেল পুড়লেও রাধা নাচবে না। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি নয়, তৃণমূল কংগ্রেস অন্তত ৩৫টি আসন পেতে চলেছে। আর তারপরও রাজ্যে বিজেপি নির্বাচিত সরকার ফেলার চেষ্টা করলে সব রকম প্রতিরোধ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

লোকসভা ভোটের আগে মহাজোটে ভাঙন ধরিয়ে পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ মার্চঃ লোকসভা ভোটের আগে আরও একটি পঞ্চায়েত দখল করে নিল তৃণমূল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেখানে বোর্ড গঠন করেছিল রামধনু জোট। তবে দু’দফায় আস্ত পঞ্চায়েত দখল করে নিল তৃণমূল। কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমের প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যরা একে একে ঘাসফুলে যোগ দিতেই পঞ্চায়েতটি রামধনু জোটের হাতছাড়া হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে বিরোধী দলের মহাজোট। এই পঞ্চায়েতের মোট ২৮টি আসন। তার মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ৯টি আসনে। কংগ্রেস ৬টি, সিপিএম ৫টি এবং বিজেপি ৪টি আসন পেয়েছিল। নির্দল জয়ী হয়েছিল ৪টি আসনে। তখন বাম, কংগ্রেস, বিজেপি এবং নির্দল মিলে মহাজোট করে বোর্ড গঠন করেছিল। তাতে প্রধান করা হয়েছিল সিপিএমের সদস্যকে। তবে লোকসভা ভোটে এগিয়ে আসতেই প্রধান, উপপ্রধান সহ বিরোধী শিবির থেকে একে একে তৃণমূলে যোগ দিতেই আস্ত বোর্ড তৃণমূলের দখলে চলে আসে। জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় পঞ্চায়েতের ৭ জন সদস্য এবং দ্বিতীয় দফায় আরও ৮ সদস্য মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ফলে এই অবস্থায় রামধনু মহাজোটে রয়েছেন মাত্র ৪ জন সদস্য। বাকি ২৪ জন সদস্য তৃণমূলের। গোটা বোর্ডটা যেহেতু তৃণমূলের হাতে চলে এসেছে এই অবস্থায় অনাস্থার ডাক দেওয়া প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, ওই নেতারা দুর্নীতি করতে পারছেন না বলেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে মর্জিনা খাতুন জানান, লোকসভার আগে উন্নয়নে শামিল হতেই সকলে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

মদ্যপানের আসরে চলল গুলি, মৃত্যু একজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৮ মার্চঃ তিন বন্ধুর মদ্যপানের আসরেই চলে গুলি। তাতেই একজনের মৃত্যু। চাঞ্চল্যকর ঘটনা বীরভূমের কাকরতলা থানার অন্তর্গত আড়ং গ্রামে। ওই এলাকায় বসেছে হরিনাম সংকীর্তনের আসর। চারপাশে উৎসবের মেজাজ। সূত্রের খবর, এরইমধ্যে এলাকারই যুবক প্রসেনজিৎ বাউরির বাড়ির ছাদে বসেছিল মদের আসর। সেখানেই ছিলেন পতীত পবন মণ্ডল। গুলি লেগেছে তাঁর গায়ে। কিন্তু, কীভাবে গুলি চালোনার ঘটনা ঘটল তা এখনও পরিষ্কার নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদের আসরেই বন্ধুদের মধ্যে কোনও ঝামেলা হয়। কথা কাটাকাটির মধ্যে চলে গুলি। গুরুতর আহত হন একুশ বছরের পতীত। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। রাস্তাতেই মৃত্যু হয় পতীতের। ঘটনায় শোকের ছায়া পতীতের পরিবারে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

নির্বাচনী বিধি ভেঙে মুরগির বাচ্চা বিলি, তৃণমূলের নামে উঠল অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৮ মার্চঃ ভোটের বাজারে জমজমাট ‘মুরগির লড়াই’। বিডিও অফিস থেকে বিলি করা হয়েছিল মুরগির ছানা। অভিযোগ, মুরগি বিলি করে আদপে ভাঙা হয়েছে নির্বাচনের বিধি। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটারদের প্রভাবিত করতে এসব করা হচ্ছে। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে সরব বিরোধী শিবির।
অভিযোগ, কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক অফিস থেকে নিয়মমাফিক মুরগি ও হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। তবে ভোট ঘোষণা হওয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসে মুরগির বাচ্চা বিতরণ না করে কৃষ্ণগঞ্জ বাজার এলাকার একটি আমবাগান থেকে এই মুরগির বাচ্চা বিলি করা হয় বলে অভিযোগ। সেখানে পঞ্চায়েতের এক সদস্যও ছিলেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে তোলপাড় হয়। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের বিজেপি নেতা অমিতকুমার পরামাণিকের অভিযোগ, ভোট ঘোষণা হওয়ার পর ব্লক প্রশাসন কীভাবে এমনটা করতে পারে? তাঁর অভিযোগ, দল আর সরকার এক নয়। তৃণমূল সেটাই গুলিয়ে ফেলেছে। তাঁর অভিযোগ, এই বিলি অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূলের নেতারা। সরকারি পরিষেবা দিতে কেন তাঁরা যাবেন?
বিজেপি নেতার অভিযোগ, “শুধু মুরগির বাচ্চাই নয়, আবাস থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবক্ষেত্রেই তৃণমূল ভোটের রাজনীতি করছে।” বিজেপি জানিয়েছে, এ নিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনে যাবে। অন্যদিকে এ নিয়ে সরব সিপিএমও। সিপিএমের কৃষ্ণগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক সুপ্রভাত দাস জানান, এভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করা নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে হয় না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলছেন তাঁরাও। তবে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ও প্রাক্তন যুব সভাপতি গোপাল ঘোষের দাবি, যদি এ ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই নির্বাচন বিধিভঙ্গের আওতায় পড়বে। যা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ভেতর উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ মার্চঃ মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ভেতর রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার একটি অফিসের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে বোমা জাতীয় একটি জিনিস উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যারেজ প্রকল্প এলাকার মধ্যে বসবাসকারী আবাসিকদের মধ্যে। তবে উদ্ধার হওয়া বস্তুটি বোমা না অন্য কিছু তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ভেতর বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের কাছে একটি আগাছার জঙ্গল সাফ করার সময় পরিত্যক্ত একটি ড্রেনের মধ্যে বোমার মতো দেখতে একটি জিনিস খুঁজে পান সাফাই কর্মীরা। বোমা উদ্ধারের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে প্রকল্প এলাকার মধ্যে বসবাসকারী আবাসিকদের মধ্যে। দ্রুত এলাকাতে পৌঁছয় ব্যারেজ প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইএসএফ বাহিনী এবং ফারাক্কা থানার পুলিশ। এরপর নিরাপত্তারক্ষীরা বোমার মতো দেখতে জিনিসটিকে পরিত্যক্ত নর্দমা থেকে তুলে একটি জলভর্তি বালতির মধ্যে রেখে দেন। পরে সেটিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফারাক্কা ব্যারেজের প্রকল্পের মত নিরাপত্তার চাদরের ঘেরা এলাকার মধ্যে কে বা কারা বোমা রেখে গেল তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

ডাকাত সাধু, সাধু চোর

সব কিছুই চলছে উল্টো। ডাকাত বলছে ওদের থেকে বড় সাধু আর কেউ নেই। আর সাধু বলছে তাদের থেকে বড় চোর আর কেউ নেই। কিছুদিন পর দেখা যাবে চোর পুলিশ ধরছে, ডাকাত ইডি ধরছে, সিবিআই ধরছে। আদালত নির্দোষদের বিচার করছে, বিচার করে শাস্তি দিচ্ছে। যারা দোষী তারা আদালতের বিচারপতিদের বিচার করে শাস্তি দিচ্ছে। কি যুগ পড়ল? ভারতীয় রাজনীতি যে এত নোংরা হতে পারে আজ থেকে ১০ বছর আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। একটি দেশ পুরো মিথ্যার উপর চলতে পারে এটাও কেউ অনুমান করতে পারেনি। আইন করে ঘুষ নেওয়া যায় এটাও সম্ভব। কাজ পাইয়ে দেওয়ার বদলে কমিশন পাওয়া যায় তাও আইনি। কাউকে সুবিধা দিতে আইন পাল্টানো যায় সেটাও আইন সিদ্ধ। প্রতিযোগিদের ময়দান থেকে তাড়াতে সিবিআই, ইডিকে সরকার লাগিয়ে দিতে পারে এটাও সম্ভব। কারো স্বার্থে কোন পণ্যের রপ্তানি বা আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে সরকার, এটাও সম্ভব। কোন দেশ থেকে ৩০ শতাংশ কম হারে পেট্রোপণ্য কিনে দেশের মানুষকে তা বিক্রি না করে বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফা করা আগে কোন সরকার চিন্তায় আনত না, এখন তাও সম্ভব। যে দেশ সম্পর্কে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিন্দামন্দ করা হচ্ছে সেই দেশের কোন কোম্পানি বন্ড কিনলে সাগ্রহে তা নেওয়া হচ্ছে। যে দেশের সৈনিকরা এদেশের সৈনিকদের মেরে ফেললে যে দলের নেতা-নেত্রীরা একটি মাথার বদলে দশটি মাথা নেওয়ার কথা বলতেন তারা এখন কুড়িটি মাথা গেলেও চুপ করে আছেন। পেট্রলের দাম বাড়লে প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থতা যিনি বলতেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে পেট্রলের দাম বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া করেছেন, এটা তার সাফল্য।

ডলারের দাম ৬২, ৬৩ টাকা থাকায় প্রধানমন্ত্রীকে অপদার্থ বলতে যিনি ছাড়েননি তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ৮৩ টাকার বেশি ডলারের দাম হলেও সাফল্য বলে দাবি করছেন। ১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি যে দলের কাছে ব্যর্থতা ছিল জিডিপি বৃদ্ধি না হয়ে কমে গেলেও সেটা ব্যর্থতা নয়। মানুষকে এখনকার কথা ভুলে যেতে বলা হচ্ছে, স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে ২০৪৭ সালে ভারত বিকশিত হবে। যিনি বলছেন তিনি ২০৪৭ পর্যন্ত থাকবেন কিনা স্থিরতা নেই। যাদের কাছে বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে কতজন থাকবেন তারও স্থিরতা নেই। এর অর্থ হল বর্তমানকে ভুলে যাও, শুধু স্বপ্ন দেখতে থাক, মিথ্যার স্বপ্ন, ভুয়ো স্বপ্ন, জুমলার স্বপ্ন, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন যার কোনটাই হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ৫০ বছর ক্ষমতায় থাকার দাবী করে যে দল সেই দল দেশকে বিকশিত করবে ভারতের ১ শতাংশ মানুষও বিশ্বাস করেন না। তবে অন্ধ ভক্তরা আইটি সেল মাধ্যমে প্রচার করে যাবেই। মানুষের মাথা খাওয়ার জন্য এই ধান্দাবাজরা যথেষ্ট। জনগণকেও বলিহারি। জুমলাবাজকে প্রশ্ন করতে পারছেন না ২০১৪ সালে যেগুলি বলেছিলেন সেগুলির কি হল? আগে ওগুলো বলুন, পরে ২০৪৭। জনগণ তা বলবেন না। কারণ তারা নাগরিক নন, শুধুই ভোটার, জুমলা শুনে ভোট দেন।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্মযোগের তত্ত্ব

বাস্তবে কর্মযোগ কী এই কথা খুব কম লোকেই জানেন। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরু, পাওয়া কঠিন, কিন্তু কর্মযোগের তত্ত্ব জানেন এমন মানুষ পাওয়া আরও কঠিন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান বলেছিলেন যে, অনেক সময় গত হওয়ার কারণে সেই কর্মযোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে—**'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ'** (গীতা ৪।২)। এখন তা আরও বেশি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থে কর্মযোগের আলোচনা নেই। পড়াশোনার মধ্যেও কর্মযোগের আলোচনা নেই। সৎসঙ্গের মধ্যেও কর্মযোগের আলোচনা পাওয়া যায় না। এর অধ্যয়ন লুপ্ত প্রায়। এইজন্য কর্মযোগের কথা খুবই কঠিন মনে হয়। কর্মযোগের আলোচনায় কয়েক ঘন্টা লেগে যেতে পারে। আমি তার কিছু সার কথা জানাচ্ছি।

সর্বপ্রথম কথাটি হল এই যে 'কর্মযোগই' বলুন আর 'নিষ্কাম কর্মই' বলুন দুটি একই জিনিস। 'নিষ্কাম কর্মযোগ' কথাটি ঠিক খাপ খায় না। এর কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু ভালো ভালো বুঝদার লোক্য 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বলে থাকেন। সেজন্য একথা বলতে সঙ্কোচ হয় যে 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বলা সম্পূর্ণ ভুল। যদি 'নিষ্কাম কর্ম' বলেন বা 'কর্মযোগ' বলেন তো ঠিক আছে। কিন্তু 'নিষ্কাম কর্মযোগ' কেমন হবে। কিন্তু কী করা যাবে? কাকেই বা বলবো?

আমার খুবই দুঃখ হয় যে ভাই বা বোনেদের মধ্যে কেউই এই তত্ত্বকে জানার জন্য উৎসুক নন, জানতে প্রস্তুত নন। **ক্রমশ...**

খাঁদা দাদুর পাণ্ডুলিপি

প্রথম গল্প- হাঁস শিকার

বনবিবি

শেষাংশ ...

শ্যামল আমার দিকে চেয়ে প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে চোখের ঈশারায় বারবার নিজের পেছন দিকে ঈঙ্গিত করল। আবার একটা ধমক দিয়ে বললাম কি হয়েছে? তাড়াতাড়ি বল, ওদিকে সুবল আর তারাপদ পড়ে আছে। শ্যামল তোতলাতে তোতলাতে নিজের চোখের ঈশারা পেছনের দিক দেখিয়ে বলল ভূ...ত ভূ...ত। আমি দেখলাম একটা পিয়ারা গাছের ভাঙা ডালে তার ফতুয়াটা আটকে রয়েছে। এতেই সে মনে করেছে হাঁস ভূত তাকে পেছন দিক থেকে টেনে রেখেছে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে হন্তদন্ত হয়ে নদীর পাড়ের দিকে চলতে লাগলাম। যেতে যেতে অজ্ঞান অলোককে উদ্ধার করা হল। একজন তার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই চোখ পিটপিট করতে করতে সে উঠে বসল। আর এমন ভাব দেখালো যেন আমাদের চিনতেই পারছে না। অমল ওকে ঠেলে ঠেলে ওর মুখের বোল ফোটালো। তবে চোখ মুখের আতঙ্ক দূর করা গেল না। হঠাৎ একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদু বলল, আমার খুব মনে হচ্ছিল একটা হাঁস যদি আমায় নিয়ে উড়ে যেত তবে বিনা পয়সায় আকাশটা ঘুরে দেখতাম অন্তত।

চিকু জিজ্ঞেস করল,ওদের দুজনের কি হল দাদু?

দাদু বলল, হবে আর কি চোখে মুখে জল দিয়ে দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হল।

টেরু ট্যারা চোখে মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বলল,"এই ঘটনাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না কিন্তু।

অত বড় হাঁস আবার হয়! হাঁস ভূত আবার হয় নাকি ! তাছাড়া হাঁস তো সরস্বতীর বাহন।

খাঁদা দাদু সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে রাগের সাথে বলল যা...তবে, দূর হ এখান থেকে। তোদের আর কিচ্ছু বলবো না। বিশ্বাস না হলে আসিস কেন আমার কাছে? এই তো বলাই সেদিন আমার মিউজিয়ামে গিয়েছিল ওকে জিজ্ঞেস কর,বলে বিকাশের দিকে চেয়ে বড় বড় চোখ বার করে বলল কিরে ছোঁড়া বল, কি দেখেছিস। বড় একটা সাদা পালক দেখিসনি?

বিকাশ আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, তা দেখেছি, কিন্তু শিশি দাদু বলছিল যখন তোমরা জয়সালমীর গিয়েছিলে তখন সেখান থেকে ওই সাদা ময়ূরের পালকটা এনেছিলে।

দাদু দুস বলে কথাটা সাদা মেঘের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, চণ্ডীকে তাই বলেছি না হলে আমার মিউজিয়ামে ও ওসব রাখতেই দিত না। (সমাপ্ত)

দ্বিতীয় গল্প - ডাকাত ভুত

বনবিবি

খাঁদা দাদু বিকেল বিকেল চলে এসেছে দেখে মনে একটা স্ফর্তি এল। আজ গরমও খুব বেশি তার ওপর সারা দুপুর লোডসেডিং। নাপিত পাড়ার ওদিকে অনেক বাঁশ বাগান, ইলেকট্রিকের তারে বাঁশ লেগে প্রায়ই ট্রানস্ফর্মারের ফিউজ উড়ে যায়। ঝাড়ের বাঁশগুলো একবারে রাস্তায় এসে যায়। অনেক লম্বা হওয়ার কারনে বাঁশ পুরোপুরি সোজা দাঁড়াতে পারে না যেদিকে খোলা আকাশ দেখতে পায় সেদিকে হেলে যায়। বাঁশ আবার দীর্ঘতম ঘাসও বটে। পাড়ার ছেলেরা যতই বাঁশের ডগ ছেঁটে পরিষ্কার করুক পাশ থেকে অন্য বাঁশ বড় হয়ে ডগ ছাঁটা বাঁশকে পেরিয়ে রাস্তার ওপর ওপর এসে পড়ে আর সেখানে ইলেকট্রিক তার থাকলে তো আর কথাই নেই, একটু হাওয়া দিলেই বাঁশের ডগ নড়ে নড়ে একটা তারের সাথে আর একটা তার ঠেকিয়ে দেয় আর তাতেই সর্ট সার্কিট, কালিতলায় ট্রান্সফরমারের ফিউজ উড়ে যায়, পাড়া অন্ধকার।

আজ দুপুরে আমরা প্রায় কেউই ঘরে থাকতে পারিনি। সকলে বুড়ো বটতলার ছায়ায় বসে আড্ডা দিয়েছি। সেখান থেকে সোজা মাঠে। এত গরম যে ফুটবল খেলতেও ভালো লাগছিল না। অনেকে খেলতে খেলতে বারবার উঠে চাতালে মন্দিরের ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ছিল। দাদুকে মাঠে আসতে দেখে অত গরমেও শরীর দিয়ে যেন একফালি ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। খেলাও আর বেশিদূর গড়ালোনা। আমরা একে একে টিউব কলের ঠান্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে দাদুর পাশে এসে বসলাম। দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, দাদু মনস্থির করেই এসেছে, আজ কিছুতেই গল্প বলবেনা। বুঝতে পারছিলাম প্রচন্ড গরমে সারা দুপুর দাদুর খুবই কষ্টে কেটেছে।

চিকু বলল, তোরা দাদুকে একদম ডিসটার্ব করবিনা। দাদুকে একটু শান্তিতে বসতে দে, আগে একটু ঠান্ডা হতে দে। চিকুর দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে দাদু ধীরে ধীরে বলল, যতই ঠান্ডা হই, আজ আর কিস্যু হবে না। আমরা ঠায় বসে রইলাম সেভাবেই। ঠিক সন্ধ্যের মুখে চিকু বলল তোরা তাহলে বোস আমার মা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে রে, আসলে আমাদের কদম তলাটা খুব বাজে জায়গা।

আমি বললাম আর একটু বোস না। আমি তোকে বাড়ি দিয়ে আসব। তাছাড়া তুই কদম তলাটা এত ভয় পাস কেন? ওখানে আছেটা কি? চিকু হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আলস্য ভেঙে বলল,মা বলে সন্ধ্যের পর ওদিকে গেলে হাওয়া বাতাস লাগে।

আমি আর গৌড় হেসে ফেললাম, গৌড় বলল এই গরমে একটু হাওয়া বাতাস তো ভালো রে। দাদু এতক্ষন চুপ ছিল, হঠাৎ বলে উঠল চিকু ঠিকই বলছে। ওখানে যা আছে, তার সন্মন্ধে তোদের কোনোও ধারনাই নেই। (পরবর্তী অংশ পরের শুক্রবার...)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা আজ অসহায়

তন্ময় কবিরাজ

২১শে মার্চ পালন করা হয় কবিতা দিবস। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হয় কবিতা উৎসব। শহর গ্রামের কবিরা জড়ো হোন,কবিতা পড়েন,কবিতার সুবাদে চেনা জানার পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু কবিতার এতো আয়োজন থাকা সত্বেও কবিতা কি আজ দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছে? প্রকাশের এখন অনেক মাধ্যম। কবিতা এতটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে যে তার সর্বজনীন আবেদনের সত্তাকে সে অগ্রাহ্য করছে। সামাজিক মাধ্যমে কেউ কবিতা পোস্ট করছে,কেউ একক ভাবে বই প্রকাশ করছে,যাঁদের একক ভাবে ক্ষমতা নেই তাঁরা প্রি বুকিং করার নামে দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। একদল উঠতি ছেলে এটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং তরুন কবি লেখকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। অথচ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেউ কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করছে না। দুর্নীতি প্রশয় পাচ্ছে। কবিতায় এখন মুখোরোচক রঙিন ক্যানভাস প্রাধান্য পায়। মানুষের ভাবের থেকে চোখের সৌন্দর্য্য বেশি। কবিতা পড়তে হবে না,স্ট্যাটাস দিতে হবে তাই প্রেজেন্টেশনটাই আসল। গ্রাফিক্স ডিজাইন কি নেই কবিতায়!একটা কর্পোরেট মনোভাব। তবু কবিতা ধুঁকছে,এক শ্রেণীর কবি আর্থিক কষ্টে ভুগছেন,তাঁরা কবি সত্তাকে বিক্রি করে বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। বেশির ভাগই কবিতা প্রকাশে আগ্রহী,কবিতার গুণগত মান নিয়ে চিন্তিত নন। তাই হাজার কবিতার ভেতরে সত্যিকারের কবিতার জন্ম হচ্ছে না বা হলেও কেউ তার খবর পাচ্ছে না,যা চিন্তার। কবিতার ভাষা,উপমা এমন জায়গায় যাচ্ছে যা সেই কবি ছাড়া আর কেউ হয়তো বুঝতে পারবে না। ফ্রান্সিস বেকনের সেই হিউমার অফ স্কলার বা ডেপুটি রেখে পড়ার মত ব্যাপার। কবিতা তো জীবনের কথা বলবে,কবিতায় উঠে আসবে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত থেকে আর্থ সামাজিক পরিবেশ। কবিতা শুধু যে ওয়ার্ডওয়ার্থের আবেগের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ তা নয়,কবিতার ভেতর রয়েছে ম্যাথু আরনরলডের বিবেকের সাপেক্ষে ক্রমাগত শব্দ কাটাকুটির থিওরি,যাতে কবিতা আরোও বেশি করে জীবনের কাছে আসতে পারে। বেকন বলেছিলেন,মানসিক রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে কবিতা,আমাদের ভাবায়,ভাবনার শিকড়েই লুকিয়ে থাকে দর্শন। বাস্তবে তা হচ্ছে কই? কবিতায় ভাবনার অভাব। নিজ কবিতার উপর রয়েছে দম্ভ,সমালোচনা শোনার ক্ষমতা নেই। কবিতার মেধা যাই হোক তাকে প্রচার করতে হবে - এটাই ধারণা। কবি যদি আরোও এক কদম বেশি ভাবতে পারতো হয়তো নির্বাণের সন্ধান পেত কিংবা সত্যকে আপেক্ষিক হলেও খুজেঁ বার করতে পারতো। কিন্তু গন্তব্যের আগেই চলে এলো শব্দ,উপমা। কবিতাও শেষ হয়ে গেল। কেউ তার কথা জানলো না। কবিতা রয়ে গেল সত্য থেকে বহুদূরে। বিজ্ঞানে কত ভুলের গবেষণা হয়,রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণা হয়,একটা তত্বকে আরও আধুনিক করার চেষ্টা চলে অবিরত। আজকাল কবিতায় সেই ইনট্রসপেকশন আবেদন কোথায়? কবিতার শেষে কবির আক্ষেপ নেই,বরং রয়েছে তৃপ্তি। তাই আরো ভালো বা উন্নত কবিতার চাহিদা নেই। সাবেক জীবন জীবনকেই ভালবেসে কাটিয়ে দিত সময়। তখন এতো বিচ্ছেদ ছিল না,স্বাধীনতার সুখ ছিলো না। আজ এতো স্বাধীনতা,এতো বিকল্প যে মানুষ কোনো বিন্দুতে স্থির নেই,সে স্থান পরিবর্তন করছে ক্ষণে ক্ষণে,তাই তার বিন্দু দর্শন হচ্ছে কিন্তু সিন্ধু দর্শন হচ্ছে না। আক্ষেপ নেই বলেই সদ্যজাত কবিতাই আপলোড হচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে। আবেদনহীন সেইসব কবিতা তো মৃত,মানুষ যেমন সাড়া দেয় না,তেমনি কবিও ভুলে যান তাঁর কবিতাকে। কবিতার এই রকম সস্তা দাবি তো ছিল না আগে। রবীন্দ্রনাথের কথা নাই বা বললাম,তিনি তো প্রতিষ্ঠান। জীবনানন্দ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কবিতা বহন করছে আপামর বাঙালির আবেগ,চলমান সময়। এতো বছর পরেও হেমন্তের কোনো পোস্টম্যান বনলতা সেনের কথা বলে যায়। উত্তাল বর্তমান সময়ে সেটা রাজনীতি হোক বা সামাজিক,বিপন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ,কবিরা চুপ। তাঁরা তাঁদের মতোই করেই শিল্প চর্চা করছে যাঁর প্রভাব পড়ছে না কোথাও। কবি স্বপ্ন দেখায়,মৃত সমাজে তিনিই তো স্বপ্নের ফেরীওয়ালা,তিনিই ইউলিসিস,অথচ বর্তমানে বাংলার এক শ্রেনীর কবিরা আদর্শ বিক্রি করেছে,রঙ দেখে শব্দ বসাচ্ছে - ওরা হলে সরব আর আমরা হলে নীরব। মানুষ দেখছে,কেউ কথা রাখেনি,হয়তো কেউ কথা রাখে না। শিরদাঁড়া শুধু ছিল কবিতার রেটরিকে,বাস্তবে তো শাসকের কাছে মাথা নত করার কৌশল। কে বলেছিল শুধু কবিতার জন্য অমরত্ব ত্যাগ করতে পারি,আজ জাতিস্মর তাঁরা কোথায়? তাঁরা আবার ফিরে আসুক। কলম থেমে গেছে। কবিতার ঘরে আজ মানুষের কথা নেই। বেকার যুবক ধর্না দিচ্ছে,মা বোনের সন্মান যাচ্ছে,ভাতার বিনিময়ে নাগরিক আজ ক্রিতদাসে পরিণত হচ্ছে,কবিতা যেন রোমান সম্রাট নিরো,কথা বলে না। এই তো বছর দশেক আগেও সুনীল,শঙ্খ বার্তা দিয়েছিলেন,বন্ধু আমি তোমার পাশে আছি। আমি কবি - এই অহংকারই শেষ করে দিল কবিতাকে। কবিতা যেমন প্রান্তিক মানুষের ঘরে যাচ্ছে না,তেমনই প্রান্তিক মানুষের কবিতাও প্রকাশ্যে আসছে না। বিভেদ প্রকট হচ্ছে। শোনা বা পড়ার ক্ষমতা কম,বলার ক্ষমতা বেশি। হটাৎ আবেগে উপচে পড়া শব্দে কবিতা হয়না,আবেগে অস্থির ঘোলা জল স্থির হলে গভীরতা মাপা যায়,চেনা যায়,দেখা যায়,বুঝে শুনে লেখা যায় আসল ঘটনার কথা। শঙ্খ ঘোষের দু চারটে শব্দের ভেতরেই থাকতো প্রতিবাদ,যা সেদিনের মিডিয়ার শিরোনামে হতো। মানুষ তাঁকে ভরসা করতো। তাঁর ডাকে মানুষ নেমেছে রাজপথে। পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। মানুষ বিশ্বাস করে ঘর ছেড়েছে। মানুষ জানে,তিনি প্রতারণা করবেন না। কারন তিনি কবি,তাঁর ধর্ম মানুষ,তাঁর ঈশ্বর কবিতা,তিনি অসহায় মানুষের সঙ্গে কোনোদিন রাজনীতি করেননি। এখন সেসব অলীক। সারদা প্রসাদ,মোহিনীমোহনরা জাতির বিকাশে যে কাজ করেছেন আজও তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। ভুটানের লেখিকা কুঞ্জুং চোদেন সাহিত্যের বিকাশে লাইব্রেরি খুলেছেন,ভাষাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করে কিন্তু বাংলা ভাষাকে সে যত্ন করেনা। নন্দলাল বসু শিল্পবোধ তৈরি না হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষিত মানুষকেই দায়ী করেছিলেন। কারন শিক্ষিত তথাকথিত কবিরা সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে কবিতা আরোও সাধারন জীবনের বাইরে গিয়ে অবসরের বিনোদন বা ধনীর বিলাসিতা হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু তৎকালীন অনেক অনামী কবিদের আবিষ্কার করেছিলেন,সযত্নে তাঁদের মূল্যায়ন করেছিলেন,তাঁদেরই অন্যতম জীবনানন্দ দাশ। কবিকে "পল্লীকবি","বিদ্রোহী কবি" এসব তকমা দিয়ে তাঁদের কাজের সার্বিক চর্চা হয়নি। যার বড়ো প্রমাণ জসীমউদ্দীন,কুমুদ রঞ্জন মল্লিকরা। সাহিত্যেও চেনা ছকে চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নতুন নতুন কাজ হয় সেগুলোও বাইরে আসে না,চর্চা হয়না। শুধু মধ্য মেধার বিজ্ঞাপন চলছে চারদিকে। তাঁরা শুধু তাঁদের কথাই বলছেন। ফলে মানুষ কবিতার উপর আস্থা হারাচ্ছে। দীনেশ দাস,বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা আজ কোথায়? মানুষ যখন কাঁদছে তখনই যদি কবিরা মানুষের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে কবে দাঁড়াবে? এর পরেও বিতর্ক হবে পাঠক কবিতা পড়ে না,বই পড়ে না। কবি যদি পাঠকের কথা না ভাবে পাঠক কেন তাঁর কষ্টের পয়সা খরচা করবে? ভালো কাজ করলে মানুষ তাঁকে আজ না হলে কাল সম্মান দেবে। প্রবীণ কবি,লেখকরা মুখ খোলেন না বিতর্কে জড়ানোর ভয়ে। তাঁরা সন্মান নেবেন কিন্তু নাগরিক কর্তব্য পালনে তাঁদের দ্বিধা। আজ সময় এসেছে কবিতাকে বাঁচানোর। কবিতা সুখের কোলবালিশ নয়,মানুষের মুখপাত্র কবিতা। ফ্রয়েড যে গোপন মনের হদিস দিয়েছিলেন,কবিরা তারই শব্দরূপ বহন করে। কবিতা সাবালক। সে পরিনত। কবির হয়ত প্রথাগত শিক্ষার দরকার নেই,কিন্তু চেতনার দরকার। সবাই কবিতা লিখলেও,কবিতার স্বার্থে সবাই কবি নয়,কেউ কেউ কবি। লাতিন আমেরিকা,ফ্রান্সে একদিন কবিতা ছিল চেতনার দোসর। সময় কথা বলেছে কবিতায়। যুদ্ধের অস্থির পরিবেশে কিটস,শেলীর মত কেউ পলাতক হয়েছেন,কেউবা শিল্প বিপ্লবের হার্ড টাইমসে দেখেছে নগ্ন ডোভার বিচ তাও সেই কবিতায়। প্রেমের রসায়নের শরীর মনের সমন্বয়ে এসেছে শেক্সপিয়ার আর জন ডান। আবার পদাবলীর বুকে স্থান পেয়েছে প্রাচীণ বাংলা। কবির ভাবনায় জাতির জাগরণ,সমৃদ্ধি ঘটবে চেতনার,মেধার। আজ বিজ্ঞান যদি তার সুফল দেশের আর্থিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে,তাহলে কবিতা তাঁর চেতনা বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের দর্শনের জন্ম দিতে কেন পারবে না?শুধু রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিতের আটকে থাকলে তো চলবে না। কবিদের তাই যেমন নিরপেক্ষ নির্ভীক হওয়া দরকার,তেমনি সজাগ থাকাও দরকার যাতে মানুষ সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। সবাই আশা করে সেদিন আসবে। অক্টিভিয়া পাজ লিখেছিলেন,"সামওয়ান স্পেলস মি আউট"।

কবিতা

কর্মসূচি

পশুপতি ভদ্র

হৃদয় যখন উন্মুক্ত,
অবলীলায় সন্ধ্যাবেলা, দিয়ে গেছে কত আলিঙ্গন,
রোমন্থনে স্মৃতি, - অনায়াসে আয়ত্ত,
নির্ভার এই দেখো, হয়েছি নির্ভীক।

খোলা দরজা,
সেদিন মঙ্গলবার, ছিটকিনি টেনে মধ্যরাতে প্রথম,
দুর্দান্ত যমুনায় দুরন্ত প্রবেশ,
নত হৃদয়ে আনত কবি, আশ্লেষে তুখোড়!

অধ্যায়ে হুবহু একবিংশ,
কবির শেষ কবিতা,- আঁখির জলে ভিজল হৃদয়,
সময় মতো তুমি, - সাজাও কর্মসূচি।

জল কিন্তু করেনি টলমল,
এক কলসি ব্যথা,- এ জীবনে জ্বালিও না আগুন,
স্বভাব কবি, - অভিনন্দনে যা দিয়েছ তুমি,
মধ্যরাতে প্রায় দগ্ধ, উত্তীর্ণ মরিচ,
অভিসারে তুমি যেন সত্যি ভয়ংকর!

অন্ধ ভক্ত

সমীর কুমার ভৌমিক

ধোঁয়ায় ধোঁয়া দেখলে চোখে
শিল্প মনে হবে!
দারুণ ভালো লাগছে জেনে
এমন মানুষ ভবে!

শ্মশান থেকেও ওঠে ধোঁয়া
স্বজন হারাই জানে,
ঘর পুড়ে যার সেই তো জানে
ধোঁয়ার কি হয় মানে!

ধূমপায়ীরা ধোঁয়াই খোঁজে
গাঁজার টানে যদি,
রক্তগঙ্গা দেখলেও চোখে
বলবে সে তো নদী!

চোখ বেঁধে ওই গান্ধারী হয়
ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গী !
অন্ধ ভক্ত আর কারে কয়
বলতে পারেন বঙ্গী?

হলিতো রাঙেনা

চম্পা মান্না

বসন্তের বাসন্তী দূত কোকিলের বেশে,
ডাকে কূহু, শোনা যায় দূর মহুয়ার বনে,
লাগে দোলা, হলি রাঙে প্রেমের তরীর স্রোতে,
ভ্রমর-ভ্রমরী ছুটে চলে,
মাদক মধুর খোঁজে।
অভিসারী চলে নিশিথে, চন্দ্রিমার আলো দেখে,
রাঙাতে প্রেমসন্ধি,
হলির রঙিন রঙে।
আকাশের নীল-কালো, সাদা-লাল-হলুদে,
লাগে দোলা,বাজে বাঁশি,
রায় কিশোরির অন্তরে।
অপেক্ষায় অনেক রায় ,আপন প্রিয়র রঙে,
রাঙে না, বিফলে মধুমেয়, দোলা আসে না দোলে!
রঙিন রঙেও অতৃপ্ততা, আপনি রঙের আশায়,
খেলার ইচ্ছে না হলেও হোলি এসে যায়!

হিসাব চাই

কিশলয় গুপ্ত

দুলকি চাল হালকা মেদ
পলকা বাতাস আয়ুর্বেদ
রাত নামলেই বাড়ছে খেদ
হিসাব চাই।

ফুল কি নেই? সব বাগান
এমনি চুপ। কিম্বা গান
সুর ছাড়া। আয় কামান
হিসাব চাই।

ভুল কি সব? সেটাই হোক
বাজারময় হাজার লোক
মূল্য ধরে বাড়তি শোক
হিসাব চাই।

কূল কি হায়! ফালতু জেদ
বুক ফুটো - হৃদয় ছেদ
দুলকি চাল হালকা মেদ
স্বাগতম।

মুখশ্রী

তুহীন বিশ্বাস

ইদানীং পোড়া গন্ধে ঘুম ভাঙে;
জীবনের ভুল দগ্ধ করে বারংবার
দর্পণে দর্শিত মুখশ্রী কুঁজোর চরিত্রে-
অপরাধের কুৎসিত চিহ্ন স্পর্শ করে।

অবহেলা কুঁকড়ে খায় জীবনের সুখ
স্তব্ধ বর্তমান কিংকর্তব্যবিমূঢ়;
পৌষের সর্বনাশে আলস্যের প্রতিধ্বনি
সর্বস্বান্ত হারাধনের ঠিকানা ধর্মশালা।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

এইমস থেকে ছুটি পেলেন রেখা পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ চমক দিয়ে রেখা পাত্রকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে বিজেপি। মহিলাদের ভয়ঙ্কর সব অভিযোগে যে সন্দেশখালি শিরোনামে উঠে এসেছিল, সেই সন্দেশখালি থেকেই প্রার্থী করার হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা রেখাকে। তাঁকে নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। প্রার্থী হওয়ার পর নিরাপত্তার অভাব বোধ করার কথাও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন তিনি। আর প্রচার শুরুর পরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেই রেখা পাত্র। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় কল্যাণী এইমস হাসপাতালে। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পরও প্রচার শুরু না করায় অনেকে রেখাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁকে ফোন করে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর বুধবার থেকে শুরু করেন প্রচার। এলাকায় ঘুরে মহিলাদের সঙ্গে সকাল থেকে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। এরপরই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ডিহাইড্রেশনের কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রেখা পাত্র। তাঁর শরীরে জলের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। কল্যাণী এইমসে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর সবরকমের পরীক্ষা করা হয়। একাধিক রক্ত পরীক্ষা করা হয়, স্যালাইনও দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার চিকিৎসকরা জানান রেখার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এরপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। কবে ফের প্রচারে নামবেন, তা এখনও জানানো হয়নি। নিরাপত্তা নিয়ে অভাব বোধ করায় তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা ভাবছে কেন্দ্র। তিনি ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

ইডির তলবকে বুড়ো আঙুল, হাজিরা এড়াচ্ছেন মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই বিপাকে মহুয়া মৈত্র। সিবিআই-র পর এবার তলব করল ইডিও। বৃহস্পতিবার বিদেশি মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি দফতরে তলব করা হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। তবে সূত্রের খবর, আজ হাজিরা দেবেন না মহুয়া। কৃষ্ণনগরের সাংসদ ছিলেন মহুয়া মৈত্র। তবে ঘুষের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়েন মহুয়া। লোকসভায় এথিক্স কমিটি তদন্তের পর সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয় মহুয়া মৈত্রকে। ওই আসন থেকেই আবার মহুয়া মৈত্রকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নেমে পড়েছেন মহুয়া। তার মাঝেই এল ইডির সমন। গতকালই জানা যায়, বিদেশি মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে। তার সঙ্গে দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকেও তলব করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মহুয়া মৈত্র ইডিকে জানিয়েছেন, ভোট প্রচারে ব্যস্ত তিনি। লোকসভা নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁকে তলব না করা হয়। ভোট মিটলে তিনি ইডির মুখোমুখি হবেন। প্রসঙ্গত, সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করার মামলায় এর আগেও দুইবার মহুয়া মৈত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে দুইবারই কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দর্শিয়ে হাজিরা এড়িয়েছেন বহিষ্কৃত সাংসদ। সম্প্রতিই এই মামলায় সিবিআই তাঁর কলকাতা, করিমপুরের বাড়ি ও দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই-ও। এদিকে কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের পরিবারের পূর্ব পুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বক্তব্য নিয়ে খোঁচা মহুয়া মৈত্রের। রাজ পরিবারের বধূ অমৃতা রায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টেলিফোনিক কথোপকথন প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানেই একাধিক বিষয় নিয়ে মোদীর সঙ্গে অমৃতা রায়ের কথোপকথন হয়। মহুয়ার খোঁচা, 'খারাপ হোমওয়ার্ক করছেন উনি।' প্রসঙ্গত, রাজ পরিবারের বধূ অমৃতা রায়কে প্রার্থী করার পর পুরনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে টেনে এনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশদের কথা তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস। পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মহুয়াকে কটাক্ষ করেছে বিজেপিও।

দিলীপ আছেন দিলীপেই! নির্বাচন কমিশনকে 'মেসো' বলে সম্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ শোকজের পরেও দিলীপ আছেন দিলীপেই! কমিশনকে 'মেসো' বলে মন্তব্য বিজেপি প্রার্থীর। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্যের ঘটনায় দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থীকে শো কজ করল কমিশন। আগামী শুক্রবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিলীপকে শো কজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা আপত্তিজনক বলে দিলীপকে পাঠানো শো কজ নোটিসে উল্লেখও করেছে নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় আগেই দিলীপকে শো কজ করেছিল বিজেপি। চাপে পড়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন দিলীপ। তার পরেও অবশ্য ভোল বদল করে কার্যত নিজের অবস্থাতেই অনড় থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। তবে এবার কমিশন পদক্ষেপ করায় স্বভাবতই চাপে পড়লেন বিজেপি নেতা। কমিশনের শো কজের জবাবে দিলীপ কী যুক্তি দেন, সেটাই এখন দেখার। গত মঙ্গলবার দিন দিলীপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এর পরেই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অভিযোগ পেয়েই দিলীপের মন্তব্য নিয়ে জেলাশাসকের রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন। দলের কড়া বার্তার পর প্রথমে মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করলেও কিছুক্ষণের দিলীপ ঘোষ লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আর তৃণমূলের এখন মহিলা ভিকটিম কার্ড ছাড়া বাঁচার কোনও উপায় নেই। মেদিনীপুর ছেড়ে তাঁকে যেতে হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুরে। তাতেও কোনও আত্মবিশ্বাসে কোনও খামতি নেই। নাম ঘোষণা করার পরের দিন থেকেই এলাকায় গিয়ে পুরোদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

বিমানবন্দরেই আত্মহত্যা সিআইএসএফ জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ বৃহস্পতিবার সকালে রক্তাক্ত কাণ্ড কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে। সকাল সকাল বিমানে চেপে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রী বিমাবন্দরের বিভিন্ন গেট দিয়ে ঢুকছেন তখন। এমনই সময় কলকাতা বিমানবন্দরের ৫ নম্বর গেটের আশপাশটা কেঁপে ওঠে গুলির আওয়াজে। সকাল সকাল এহেন আওয়াজে স্বভাবতেই সবাই খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ছোটাছুটি শুরু করেন অন্যান্য জায়গায় মোতায়েন থাকা সিআইএসএফ জওয়ানরা। আওয়াজ অনুসরণ করে পাঁচ নম্বর গেটে আসতেই অবশ্য এক রক্তাক্ত দৃশ্যের সাক্ষী হলেন তারা। তারা দেখেন, সেখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন একজন সিআইএসএফ জওয়ান। জানা যাচ্ছে, ডিউটিতে থাকাকালীনই আত্মহত্যা করেন সেই জওয়ান। রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত সিআইএসএফ জওয়ানের নাম সি বিষ্ণু। বয়স মাত্র ২৫ বছর। দু'বছর আগে, ২০২২ এ সিআইএসএফ-এর চাকরিতে যোগ দেন বিষ্ণু। বাড়ি তেলাঙ্গানায়। সকালে তিনি বিমানবন্দরের পাঁচ নম্বর গেটের টাওয়ারে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। সেখানেই কর্মরত অবস্থায় নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকে গুলি করেন বিষ্ণু। ঘটনাটি ঘটে ভোর পাঁচটা নাগাদ। গুলির আওয়াজে আশেপাশের জওয়ানরা পাঁচ নম্বর গেটের টাওয়ারে উঠে পড়েন এবং সেখান থেকে বিষ্ণুর মৃতদেহ উদ্ধাক করেন। জানা গিয়েছে, বিষ্ণুর থুতনির নীচে গুলি লাগে।

সিবিআই হেফাজত শেষ হলেও শান্তি নেই! এবার নতুন ফাঁসে শাহজাহান?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেও, তদন্তের সূত্র ধরে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন শেখ শাহজাহান। রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু মাঝে পরপর এতগুলো ঘটনা ঘটে যায় যে তদন্ত মোড় নেয় অন্যদিকে। ইডি অফিসারদের মারধরের অভিযোগ, এলাকায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। সেই সব অভিযোগের রেশ ধরে জ্বলে ওঠে সন্দেশখালি। এবার শেষ হচ্ছে তাঁর সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ। আজ, বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। আর সেখানেই নতুন করে বিপদ বাড়তে পারে শাহজাহানের। সিবিআই হেফাজত শেষ হলেও তাঁকে হেফাজতে চাইতে পারে ইডি। রেশন দুর্নীতির মামলা নয়, অন্য একটি মামলায় তাঁকে জেরা করতে চায় এই সংস্থা। মাছের ব্যবসা সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। তাতেই তদন্ত শুরু করেছে ইডি। মনে করা হচ্ছে, ইডি তাঁকে জেরা করলে আরও অনেক তথ্য ও দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে। ইডি অফিসারদেরই তল্লাশি চালাতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরে ৫৫ দিন কোনও খোঁজ ছিল না শেখ শাহজাহানের। পরে রাজ্য পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয় শাহজাহানকে। গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে একটানা জেরা করেছে সিবিআই। উল্লেখ্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের একটি চিঠি থেকে শাহজাহানের নাম উঠে এসেছিল ইডি-র হাতে। সেই সূত্র ধরেই প্রথমে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। এবার অন্য একটি মামলায় তাঁকে হেফাজতে পেতে পারে ইডি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে শেখ শাহজাহানের মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ তার বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা আর্থিক ও ফৌজদারি মামলা চালাচ্ছে দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সি। দুটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ মারাত্মক। ফলে শাসক দলের এই বাহুবলির মুক্তি পাওয়া কঠিন।

যাদবপুরে ভোটযুদ্ধে হিন্দু মহাসভা, নিশানায় তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে প্রার্থী দিল হিন্দু মহাসভা। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক এই কেন্দ্র থেকে এবার ভোটে লড়তে চলেছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামী। এই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী। এমনকী তাঁর নেতৃত্বেই দীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছর পর দলগতভাবে হিন্দু মহাসভা ২৪-এর নির্বাচনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নির্বাচনে লড়াই করতে চলেছে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অফিস সেক্রেটারি শ্রাবণী মুখার্জী, অ্যাডভোকেট পীযুষ কান্তি সরকার, অ্যাডভোকেট দীপ্তিশ গুহ, শম্পা ঘোষ, অভিজিৎ দাস, রিয়া মন্ডল, জিতেন গোস্বামী, বিদ্যুতপর্ণা দাস, ড. কিংশুক গোস্বামী, সায়ন্তি ভট্টাচার্য্যরা সম্মিলিত ভাবে যাদবপুরের জন্য রাজ্য সভাপতি ড. চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নাম মনোনীত করেন। এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার পরই চন্দ্রচূড়বাবু একযোগে তোপ দাগেন তৃণমূল, সিপিএম ও বিজেপিকে। নাম না করেও তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, "যাদবপুর কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাতে জনৈক নেত্রী শিব ঠাকুরের প্রতি যে কুরুচিকর কথা বলেছেন তাতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। হাতের তীর আর মুখের কথা একবার ছুঁড়ে দিলে আর ফেরত নেওয়া যায় না। নিজের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ওনার দলের ভোটাররাও নিশ্চই কদর্য মন্তব্যকে সমর্থন করেন না।" বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলে চন্দ্রচূড় বলেন, "আরেকটি দলে প্রার্থী হয়েছেন জনৈক পলাতক গাঙ্গুলী যিনি শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে ভোটের ফল বেরোনোর আগেই নিজের পার্টি কর্মীদের নির্বাচনী হিংসায় বিপদের মধ্যে ফেলে বোধ হয় উসেইন বোল্টের চেয়েও দ্রুত গতিতে দিল্লি পালিয়ে গিয়েছিলেন। এহেন পরিযায়ী পাখিরা কোকিল সেজে আসে তার পর ভোটে হেরে দিল্লীতে নিজের আখের গোছাতে ফিরে যায়।"

ক্রীড়া-সংবাদ

মেসির আগমনে এবার দর্শক রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ লিওনেল মেসি যেখানে যাবেন, প্রচারের আলো সেখানে গিয়ে পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলও বদলে গেছে। তাঁর কারণেই দেশটির মানুষের ফুটবল উন্মাদনা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলেছেন, সেটাকে কেউ কেউ 'মেসি-ইফেক্ট'ও বলছেন। মেসিকে ঘিরে এবার উন্মাদনা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ম্যাসাচুসেটসে। মায়ামিতে নাম লেখানোর পর সেখানে যে প্রথমবার খেলতে যাবেন তিনি। সেটাও আজ থেকে ঠিক এক মাস পর, ২৮ এপ্রিল। অথচ স্থানীয় ক্লাব নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচটির জন্য ছাড়া ৬০ হাজার টিকিট এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। রেভুলেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের হাতে এখনো প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট আছে। এই টিকিট চাইলে যখন-তখন বিক্রি করতে পারে। তবে টিকিটগুলো কত দামে বিক্রি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাকি প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের ঘরের মাঠ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ফুটবল তো বটেই, যেকোনো খেলায় দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড হয়ে যাবে। বর্তমানে জিলেট স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বেশি দর্শক নিয়ে ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের রেকর্ড ২০০২ সালে এমএলএস কাপে, নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির সেই ম্যাচে ৬১ হাজার ৩১৬ জন মাঠে বসে খেলা দেখেছিলেন। এ মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ডটা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ৫৭ হাজার ৮৭৭ জন ফুটবলপ্রেমী। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) দল নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসেরও ঘরের মাঠ এই জিলেট স্টেডিয়াম। ছয়টি সুপারবোল (এনএফএল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) জেতা দলটিও এক ম্যাচে এত দর্শক আনতে পারেনি, যতটা মেসির টানে আসতে চলেছেন। এমএলএসের এক মৌসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪২ হাজার ৯৪৭ জন দর্শক জিলেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ২০১৫ সালে। আরেক স্বাগতিক এনএফএলের নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস এক মৌসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৬৩ হাজার ১৮ জন দর্শক আনতে পেরেছিল গত বছর। আগামী ২৮ এপ্রিল রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মায়ামির ম্যাচ দেখতে প্রায় ৬৫ হাজার দর্শক এলে আগের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।

'অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া ভুল হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ মাত্র এক সিরিজেই কি শেষ হয়ে যাচ্ছে শাহিন আফ্রিদির অধিনায়কত্ব? পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর কিন্তু এমনই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আফ্রিদিকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি), জোরেশোরেই এমন আলোচনা শোনা যাচ্ছে দেশটির ক্রীড়াঙ্গনে। যে গুঞ্জন উসকে দিয়েছেন স্বয়ং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিই। তবে শাহিন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টি নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করেন শহীদ আফ্রিদি। তাঁর মতে, শাহিনের অধিনায়কত্ব ঘিরে ভুলের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে পিসিবি। গত বছরের নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বাবর আজম অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলে টি-টোয়েন্টির দায়িত্ব দেওয়া হয় শাহিনকে। তাঁর নেতৃত্বে জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলে পাকিস্তান, যেখানে মাত্র একটি ম্যাচই জিততে পেরেছে শাহিনের দল। সম্প্রতি পিসিবির শীর্ষ পদ ও নির্বাচক কমিটিতে বড় পরিবর্তন এবং পিএসএলে শাহিনের দল কোয়েটা গ্লাডিয়েটরসের ভরাডুবির পর তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হয়ে ওঠে। চলতি সপ্তাহে নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণার সময় অধিনায়ক আফ্রিদির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে পিসিবির প্রধান নাকভি বলেছিলেন, 'আমিও জানি না, কে অধিনায়ক হবে। শাহিন চালিয়ে যাবে, নাকি নতুন একজন আসবে, সেটি ফিটনেস ক্যাম্পের পর ঠিক করা হবে।' শাহিনের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার গুঞ্জনের মঙ্গলবার এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা বলেন তাঁর শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি। জামাই শাহিনের নেতৃত্ব মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট দেওয়া দরকার মন্তব্য করে সাবেক এই অধিনায়ক বলেছেন, 'কাউকে অধিনায়কত্ব দিলে তাঁকে সময়ও দেওয়া দরকার। বোর্ডে পরিবর্তন এলে দলের পরিচালনায়ও বদল আসে'।

উসমান কি বিপদের সম্মুখীন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ বিপদ এবং সম্ভাবনা দুটিই এখন উসমান খানের সামনে! সম্প্রতি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আরব আমিরাতের ব্যাটসম্যান উসমানকে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডেকেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ নিয়ে উসমান কিংবা পিসিবি সরাসরি কিছু না বললেও দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারটি স্পষ্ট। নইলে তাঁকে ২৮ জনের দলে ডাকার কোনো কারণ নেই। তবে তাতে খেপেছে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। উসমান সংযুক্ত আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘন হয়েছে কি না সেটাই তদন্ত করছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শুধু বোর্ডের সঙ্গে নয়, আইএল টি-টোয়েন্টি, টি-টেনসহ আরব আমিরাতের লিগগুলোতে উসমান স্থানীয় ক্রিকেটার হিসেবে খেলেছেন—সেসব লিগে উসমান কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন কি না, সেটাও তদন্ত করছে ইসিবি। ইসিবির সূত্র মারফত ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আগামী ১৪ দিনের মধ্যে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চুক্তি ভঙ্গ করলে শাস্তি হিসেবে উসমানকে আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় আরব আমিরাতের লিগে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। উসমান চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন—এটা প্রমাণিত হলে তাঁর আরব আমিরাতে 'ওয়ার্ক পারমিট' ইস্যুতেও প্রভাব পড়তে পারে। নিয়ম অনুযায়ী আরব আমিরাতের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে তিন বছর সে দেশে থাকতে হয়। উসমান আরব আমিরাতে গিয়েছেন তিন বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এ সময়ে পিএসএল, বিপিএল খেলতে অনেক দিন তিনি আরব-আমিরাতের বাইরে ছিলেন। তাই প্রক্রিয়াটার মেয়াদ পূরণ হতে এখনো তাঁর ১৪ মাস বাকি। তবে উসমান বিশ্বাস করেন, তিনি কোনো চুক্তি লঙ্ঘন করেননি। তাঁর দাবি, চুক্তিতে ৩০ দিনের নোটিশ পিরিয়ড আছে। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ইসিবির যেকোনা ধরনের নিষেধাজ্ঞা তিনি মেনে নিতে রাজি। সর্বশেষ পিএসএল ফাইনালে মুলতান সুলতানসের হয়ে খেলেন উসমান।

পরিবারের সদস্যকে মেরে ফেলার হুমকিদাতারা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ আনহেল দি মারিয়ার পরিবারের সদস্যকে মেরে ফেলার হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার করেছে আর্জেন্টিনার ফেডারেল পুলিশ এবং তদন্ত ও অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পিডিআই। কয়েক দিন আগে নিজের জন্মশহর রোজারিওতে দুর্বৃত্তদের হুমকি পান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই উইঙ্গার। বার্তা সংস্থা রয়টার্স আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। আর্জেন্টিনার জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী পাত্রিসিয়া বুলরিখ জানিয়েছেন, এই হুমকি দেওয়ার মূল হোতার নাম পাবলো আকোত্তো। মাদক চোরাচালানের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। হুমকি দেওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন সারা বেলেন গুতিরেজ ও গ্যাব্রিয়েল ইসমায়েল পাস্তোরে। পাবলো আকোত্তো হুমকি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, নিজ নিজ বাসা থেকে পালানোর সময় এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সান্তা ফে প্রদেশের দুই সরকারি কৌঁসুলি হাভিয়ের আরজুবি ও পাবলো সোক্কা এই অভিযানে জোরদার ভূমিকা পালন করেন। টিওয়াইসি স্পোর্টস আরও জানিয়েছে, গত ২৫ মার্চ সোমবার রাত আড়াইটায় অপরাধীরা গাড়িতে করে ফুনেস হিলস মিরাফ্লোরেস কান্ট্রি হাউসের সামনে হুমকিবার্তা ফেলে রেখে যান। দি মারিয়া আর্জেন্টিনায় ফিরলে সেখানেই থাকেন। দি মারিয়ার বাবার প্রতি লেখা হুমকিবার্তায় যা লেখা ছিল, সেটা প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনার নিউজ পোর্টাল ইনফোবে, 'তোমাদের ছেলে আনহেলকে বলো রোজারিওতে না ফিরতে। যদি ফেরে, তোমাদের পরিবারের যেকোনো একজন সদস্যকে আমরা খুন করব। পুয়ারোও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা শুধু কাগুজে বার্তাই ফেলে যাই না, আমরা বুলেট আর লাশও ফেলে যাই।' তখন ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, গাড়িটি দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চারবার গুলির আওয়াজ তাঁরা শুনেছেন।

হায়দরাবাদের 'হালাকু'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ হাইনরিখ ক্লাসেন—যেন এক ঝড়ের নাম! ধারাভাষ্যকার রমিজ রাজাই বোধ হয় ক্লাসেনের জন্য যথার্থ একটা নাম দিতে পেরেছেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় ক্লাসেনের খুনে মেজাজের ব্যাটিং দেখে তাঁকে মঙ্গোলীয় শাসক 'হালাকু খান' উপাধি দিয়েছিলেন সাবেক এই পাকিস্তানি ক্রিকেটার। বিশ্বকাপ শেষেও সেই 'হালাকু খান' ক্লাসেন তাঁর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলেছেন দুটি ইনিংস। তাতেই স্পষ্ট কেন ক্লাসেন হালাকু খান! প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে খেলেছেন ২৯ বলে ৬৩ রানের ইনিংস। চার মারা সম্ভবত ক্লাসেনের খুব একটা পছন্দ নয়, তাই হয়তো মারেননি! কিন্তু ক্লাসেন সেই ইনিংসে ছক্কা মেরেছিলেন ৮টি। এরপর গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ৩৪ বলে করেছেন অপরাজিত ৮০ রান। গতকাল অবশ্য ৪টি চার মেরেছেন। কিন্তু ছক্কা মেরেছেন ৭টি। ক্লাসেনের ধ্বংসযজ্ঞ যে চলতি বছরে শুধু আইপিএলেই চলেছে তা নয়। টি-টোয়েন্টিতে চলছে তা বছরজুড়েই। ২০২৪ সালের মার্চ মাস যেতে না যেতেই সব ধরনের টি-টোয়েন্টিতে মেরেছেন ৫০টির বেশি ছক্কা, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এখন পর্যন্ত ক্লাসেন ছক্কা মেরেছেন ৫৩টি। ছক্কার 'ফিফটি' পূরণ করতে ক্লাসেনের লেগেছে মাত্র ১৬ ইনিংস। এ সময়ে তিনি ব্যাটিং করেছেন ২১০.১৭ স্ট্রাইক রেটে। ২০২৩ সালে মার্চের পর, ক্লাসেন ইনিংস খেলেছেন ৪৮টি। যেখানে ৫ বা এর চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন ১০টি ইনিংসে। অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ছয়বারের বেশি পারেননি। চলতি বছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা মেরেছেন আন্দ্রে রাসেল। তিনি ১৫ ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ৪৫টি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেক 'ছক্কাবাজ' নিকোলাস পুরানও ছক্কা মেরেছেন ৪৫টি, তবে তাঁর লেগেছে ১৯ ইনিংস। নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেনের ছক্কা ৪০টি, সেটা মাত্র ১০ ইনিংসে! দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান রায়ান রিকেলটন ১৬ ইনিংসে ৪০টি ছক্কা মেরেছেন। সানরাইজার্সের মালিক কালানীথি মারানের মেয়ে ও ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাব্য মারান গতকাল গ্যালারিতে বসে ক্লাসেনের ছক্কাবাজি দেখেছেন। ক্লাসেন ম্যাচের অষ্টম ছক্কা মারার পর ক্যামেরা ধরা হয় গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে ম্যাচ দেখা কাব্য মারানের ওপর। তাঁর উদ্‌যাপন দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, ক্লাসেনসহ হায়দরাবাদের অন্য ব্যাটসম্যানদের ছক্কাবাজি কাব্য দারুণ উপভোগ করছেন। এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছক্কাও ক্লাসেনের। ২ ইনিংসে মেরেছেন ১৫ ছক্কা। হায়দরাবাদে ক্লাসেনেরই সতীর্থ অভিষেক শর্মা ২ ইনিংসে ৯ ছক্কা মেরে দ্বিতীয়। ১ ইনিংসে ৭ ছক্কা নিয়ে তিনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের আন্দ্রে রাসেল। দুই দল মিলিয়ে ফিফটি পেলেন ৪ জন। এই চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে ফিফটি করতে সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন তিলক ভার্মা—২৪ বল। দুই দল মিলে রান তুলেছে মোট ৫২৩। যা আইপিএলে সর্বোচ্চ। কিন্তু এমন এক ম্যাচে মুম্বাই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া ব্যাট করেছেন মাত্র ১২০ স্ট্রাইকরেটে!

বক্স অফিস

কেরিয়ার নিয়েও কি ভয়, পোস্ট দীপিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ ঝুলিতে একগুচ্ছ কাজ। কোনওটা মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে, আবার কোনওটা সেটে যাওয়ার অপেক্ষায়। আর কেরিয়ারের ব্যস্ত সময়েই গত ফেব্রুয়ারি মাসে সুখবর দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। মা হতে চলেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় বেশ কিছু কাজের শিডিউলে পরিবর্তন ঘটেছে। আর এবার গর্ভবস্থাতেই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দীপিকা পাড়ুকোনের। হবু মায়ের পোস্টে 'সাফল্যে'র কথা। আচমকাই কেন সাফল্য নিয়ে ভাবছেন দীপিকা? তাহলে কি কেরিয়ার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন অভিনেত্রী? এতসব প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে! তবে পোস্টে আত্মবিশ্বাসী দীপিকার দৃপ্ত কণ্ঠের ইঙ্গিত মিলল। অভিনেত্রী লিখেছেন, "তাকিয়ে দেখো তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে, সাফল্যের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করার জন্য তুমি কী করতে পারো, সেটা দেখো। তোমাকে অনুসরণ করা মহিলারা যেন মনে না করেন, সফলতা বা বিফলতা কী বেছে নেবেন।" দীপিকার এই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট কার উদ্দেশে? সেই উত্তর যদিও অধরা, তবে এই মুহূর্তে হবু মায়ের এমন পোস্ট নিয়ে চর্চায় মশগুল নেটপাড়া। বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পর মা হচ্ছেন দীপিকা। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি সেই জল্পনাতে নিজেরাই সিলমোহর বসান রণবীর ও দীপিকা। জানান সেপ্টেম্বর মাসে আসছে তাঁদের সন্তান। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই আম্বানিদের জামনগরের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দীপিকা। তবে এখন বিশ্রামেই রয়েছেন নায়িকা। অভিনেত্রীর 'কাল্কি ২৯৮৯ এডি' রিলিজের অপেক্ষায়। অন্যদিকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'দ্য ইন্টার্ন' শুটিং শুরুর অপেক্ষায়।

অবশেষে মনের কথা ফাঁস চাঙ্কি কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ অবশেষে আদিত্যর প্রতি প্রেম স্বীকার করে নিলেন চাঙ্কি পাণ্ডে কন্যা অনন্যা। যে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে এতদিন হইচই পড়ে গিয়েছিল গোটা বলিউডে। সেই গুঞ্জনে এবার সিলমোহর দিলেন অনন্যা নিজেই। স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, আদিত্য তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক বরং। সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার পডকাস্ট শোয়ে অংশ নিয়েছিলেন অনন্যা। সেখানেই নানা কথায়, নেহা সোজা আদিত্যর প্রসঙ্গ তোলেন। অনন্যা কিন্তু নেহার প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন স্পষ্ট। অনন্যার কথায়, "আদিত্য আমার বন্ধুর চেয়ে অনেক বেশি। বলতে পারি, আমার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। যাকে ছাড়া আমি ভাবতে পারি না। আদিত্যর সঙ্গে সময় কাটাতেও ভালো লাগে আমার। সবচেয়ে বড় ব্যাপার আদিত্য আমাকে বোঝে। হয়তো ভবিষ্যতটাও এভাবেই সাজাব।" অনন্যার এই কথাতেই রয়েছে বিয়ের ইঙ্গিত। তবে এখনই বিয়ের তারিখ জানাতে নারাজ চাঙ্কি কন্যা। অনন্যা কিন্তু এমন ইঙ্গিত 'কফি উইথ করণ' শোয়েও দিয়েছিলেন। সেই সময় করণ সারার কাছে করণ জানতে চান, "এমন কী অন্যন্যার আছে যা তোমার কাছে নেই?" উত্তরে নবাবকন্যা বলেন, "নাইট ম্যানেজার।" যা কিনা আদিত্য রায়কাপুর অভিনীত সিরিজ। সারার কথা শুনেই লজ্জায় লাল হয়ে যান অনন্যা। এর পরই আবার বলে বসেন, "অনন্যা রয় কাপুরের মতো অনুভূতি হচ্ছে।" সূত্রের খবর, অনন্যা ও আদিত্যর বাড়ি থেকে এই প্রেম নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। দুই পরিরাবের লোকজনই চাইছেন এই প্রেমের পরিণতি যেন ছাদনাতলায় ঘটে। তবে বিয়ের খবর রটলেও, অনন্যা-আদিত্য কিন্তু এখনও চুপ!

ফ্লপের কটাক্ষ নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয়ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ একসময় অক্ষয় মানেই বলিউড বক্স অফিস একেবারে হাতের মুঠোয়। বলিউডের খিলাড়ি কুমারের ছবি মুক্তি পেলেই কোটি টাকার ক্লাবে। তবে করোনা আবহের পর যেন অক্ষয়ের ভাগ্যে শনিরদশা। নানা অবতারে বলিপর্দায় এলেও, দর্শকরা কিন্তু পাত্তা দিচ্ছেন না অক্ষয়কে। যা জলজ্যান্ত প্রমাণ 'বেলবটম', 'রামসেতু', 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ', 'রক্ষা বন্ধন', 'মিশম রানিগঞ্জ'। একমাত্র 'ও মাই গড ২' যা একটু ব্যবসা করেছিল। পর পর ফ্লপ দেওয়ায় অক্ষয়কে নেটিজেনরা মাঝে মধ্যে কুকথা বলতে থাকেন। তার উপর গেরুয়া শিবিরের দিকে অক্ষয় ঝুঁকে থাকায়, কটাক্ষের ধরন হয় আর তীব্রতর। আর এবার সেই কটাক্ষেই মুখ খুললেন অক্ষয়। সম্প্রতি মুম্বইয়ে নতুন ছবি 'বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা'র প্রচারে অক্ষয় জানালেন, "আমি যে ছবিগুলো করেছি, কোনটাও সফল হয়েছে, কোনটা হয়নি। ব্যর্থতা আমার কাছে নতুন নয়। কেরিয়ারের একটা সময় আমার একটানা ১৬টি ছবি ফ্লপ করেছিল। কিন্তু আমি তার পরেও কাজ করতেই থেকেছি। আগামী দিনেও কাজ করতেই থাকব।" সঙ্গে অক্ষয় আরও বলেন, "বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা ছবিতে আমরা সবাই খুবই পরিশ্রম করেছি। আশা করি এই পরিশ্রমের ফল পাব।" ১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'। ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় সে ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন ও গোবিন্দা। নায়িকা হিসেবে ছিলেন রবিনা ট্যান্ডন এবং রামিয়া কৃষ্ণণ। নয়ের দশকের সে ছবি ছিল আউট অ্যান্ড আউট কমেডি। তবে অক্ষয় ও টাইগারের এই ছবির ঝলক দেখে মনে হচ্ছে, এতে ভরপুর অ্যাকশন থাকছে।

'আর কখনও বিয়ে করব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৮ মার্চঃ তথাকথিত নায়কসুলভ চেহারা না থাকলেও তাঁকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে একের পর এক সিরিজ কিংবা ছবি। সাদামাটা চেহারা, মাথায় টাক নিয়েই আট থেকে আশি সবার ফেবারিট 'একেন বাবু' পর্দায় কেরামতি দেখান। ফেলুদা, ব্যোমকেশদের ভিড়ে একদম অন্যরকম খাঁটি বাঙালি গোয়েন্দা একেন্দ্র চন্দ্র সেন বা একেন বাবু। যে চরিত্রে নজর কেড়েছেন অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী। একেনবাবু-কে বাঙালি যতটা চেনেন, তার সিকিভাগও কি অনির্বাণ চক্রবর্তী সম্পর্কে জানা আছে? একেনবাবু কাঁটা হয়ে থাকেন স্ত্রী খুকুর ভয়ে। পর্দায় সেই চরিত্রের উপস্থিতি নেই, তবে নামই যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবজীবনে কি অনির্বাণের রিলেশনশিপ স্টেটাস কী? সবটা নিজের মুখেই জানালেন অভিনেতা। আজতক বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা প্রথমবার মুখ খুলেছেন ডিভোর্স নিয়ে। হ্যাঁ, বিয়ে ভেঙেছে অনির্বাণের। আর দাম্পত্য ভাঙার যন্ত্রণা এতটাই যে ভবিষ্যতে আর কোনওদিন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেতা। তিনি বলেন, 'আমি একটা সময় বিবাহিত ছিল। প্রায় ৮ বছরের বিবাহিত জীবন। তারপর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের একসঙ্গে থাকাটা সুখকর হচ্ছে না। তাই দুজনে মি লেই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই'। অভিনেতার সচেতন সিদ্ধান্ত আর কখনও ছাদনাতলায় যাবেন না। তাঁকে বলতে শোনা গেল,'আমি খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করেছিলাম। অনেকে তো জানেই না। আট বছর পর বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত। সেটাও অনেক বছর হয়ে গেছে। বিয়ে ভাঙার পর বুঝতে পেরেছি আমি আর ওরকম কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকতে চাই না। আর কখনও বিয়ে করব না'। তিনি মেনে নিলেন প্রেম বলে কয়ে আসে না। কিন্তু প্রেম করলেই বিয়ে করতে হবে এমনটা নয়। 'ভালো লাগা তো থাকতেই পারে। তারপরেও (ডিভোর্সের) প্রেম আসেনি এটারও কোনও গ্যারেন্টি নেই'। কারুর সঙ্গে সম্পর্কে থাকা মানে, মানুষ হিসাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। একসঙ্গে থাকার মানে এক ছাদের তলায় থাকা এমনটাও মনে করেন না অনির্বাণ। তিনি আরও যোগ করেন ভালোবাসার সম্পর্কে সম্মান থাকাটা জরুরি।